ঈশ্বরকৃষ্ণ বিরচিত

সাংখ্যকারিকা

মূল, অন্বয়, অনুবাদ ও মন্তব্য

স্বামী ভাবঘনানন্দ

কর্ত্তৃক অনূদিত

উদ্বোধন কার্যালয়

কলিকাতা-৩

প্রকাশক ঃ
স্বামী সত্যব্রতানন্দ
উদ্বোধন কার্যালয়
১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার
কলিকাতা-৭০০০০৩
E-mail: udbodhan@vsnl.com

বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণের মঠের অধ্যক্ষ
কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশ ঃ
শ্রীশ্রীমায়ের ১৪৮তম জন্মতিথি
১৭ই ডিসেম্বর, ২০০০

মুদ্রক ঃ
রমা আর্ট প্রেস
৬/৩০ দমদম রোড
কলিকাতা-৭০০০৩০

প্রকাশকের নিবেদন

ঈশ্বরকৃষ্ণ-বিরচিত সাংখ্যকারিকার সঙ্গে সাধারণ মানুষের তেমন পরিচিতি নেই। সাধারণের বোধগম্য সহজভাষায় অন্বয়, অনুবাদ, মন্তব্য ও প্রতিটি কারিকার সঙ্গে বাংলায় সংক্ষিপ্ত পদ্য রচনা করে স্বামী ভাবঘনানন্দজী মহারাজ আমাদের বহুদিনের এক অভাব পূরণ করেছেন। আশা করি গ্রন্থটি আধ্যাত্মিক ভাবানুরাগী পাঠকমহলে বিশেষ সমাদৃত হবে এবং তাঁরা এই গ্রন্থখানি অধ্যয়নে যথেষ্ট উপকৃত হবেন।

: ভূমিকা :

সভ্যতার ক্রমবিকাশে মানুষ ক্রমশ গোষ্ঠী থেকে সমষ্টিতে এগিয়ে আসে। এগিয়ে চলার প্রতি মুহূর্তে প্রকৃতি, সূর্য ও আগুন থেকে আসে মানুষের জীবনে নানান ঘাত-প্রতিঘাত। এই দুঃখময় ঘাত-প্রতিঘাত থেকে মুক্তি পেতে মানুষ তাদের প্রতি নিবেদন করতে শুরু করে ভয়মিশ্রিত শ্রদ্ধা।

তাদের শক্তিমত্তার পরিচয় পেয়ে মানুষ, প্রথমে, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে প্রকৃতিকে ও পরে সূর্যকে ও আরো পরে আগুনকে পুজো নিবেদন করতে শুরু করে। ক্রমশ এই ভাবে প্রকৃতি পুজো বাড়তে থাকে।

আবার সমাজে শ্রেণীবদ্ধতায় থাকার প্রয়োজনে তারা নিজ সাধারণের তুলনায় অন্য এক অসাধারণ ব্যক্তিত্বের আদেশ প্রতিপালনের মাধ্যমে ব্যক্তি পুজো শুরু করে।

এভাবে ক্রমশ গুরুভাবের প্রচলন।

শিক্ষাই সভ্যতার বাহক ও সভ্যতা-সংস্কৃতির জনক। এই সূত্রধারা ক্রমশ তাদের মাঝে জেগে ওঠায়, তারা সূর্যে ও আগুনে শ্রদ্ধা নিবেদনে, পুষ্পাদির ব্যবহার শেখে। এখানে প্রকাশ পায় নিজ পরিবার ও গোষ্ঠী জন ভিন্ন অন্যে ভালাবাসা নিবেদনের প্রয়াস। তবুও তারা বিপদ্-জ্বালা থেকে মুক্তি পায় না। অসাধারণ ব্যক্তিত্বের পরামর্শে তারা দুগ্ধজাত ঘৃত, আগুনে আহুতি নিবেদন করে তাদের ভাষায়। বিপদ্ জ্বালা থেকে মুক্তির পরিধি বাড়ে। এভাবে ক্রমশ সৃষ্টিকর্তা, করুণাবশত, তাঁর পানে টেনে নিতে নানা উপায়-পন্থা বিভিন্ন প্রকারে শেখায়। একসময় মানুষেরা বিষ্ণু, সূর্য, আগুন ও প্রকৃতিকে দুগ্ধ-জাতঘৃত আহুতি নিবেদনে আরো একাগ্র হতে চেষ্টা চালায় (ঐতরেয়ব্রাহ্মণ)। এবার শুরু হয় পুজো-অর্চার অন্তরালে যজ্ঞ-

কর্ম। বিপদ্-জ্বালার তীক্ষ্নতা কমে এতে, কিন্তু তাদের থেকে আত্যন্তিক মুক্তি পাওয়া যায় না।

এখন সৃষ্টিকর্তা তাঁর সৃষ্ট জীবকুলকে ক্রমানুসারে তাঁর (জীব-শরীর অবলম্বনে আত্মস্বরূপে যার অবস্থান তাঁর) সাক্ষাৎকারের পথে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন, কারণ এতেই আত্যন্তিক বিপদ্ জ্বালা থেকে মুক্তি। ঠিক এই সন্ধিক্ষণে, সমাজে তখন যাগ-যজ্ঞাদি মহাসমারোহে প্রচলিত হয়েছে, কিন্তু বৈরাগ্য অবলম্বনে গার্হস্থ জীবন থেকে নির্জনে বনচারী হয়ে সংযমাদি নিয়মে জীবনকে পরিশুদ্ধ করে সৃষ্টিকর্তার সাক্ষাৎকার-অভিলাষ মানুষের মনে তখনও জাগেনি দেখে, পূর্ণ বিষ্ণু (ব্যাপক বলেই বিষ্ণু) তার পূর্ণ-অংশ বিশেষকে এই ধরা ধামে অবতীর্ণ করালেন। তিনিই হলেন মহর্ষি কর্দম ও বিদুষী দেবহূতির সন্তান মহা-মহর্ষি কপিল।

সম্পূর্ণ ধরাধামে ঘুরতে ঘুরতে তিনি ভারতবর্ষে, আসুরি গোত্রে জাত এক অধিকারি পুরুষের খোঁজ পেলেন। তিন হাজার বছর ধরে মহাঋষি কপিল, বারবার আসুরির কাছে এসে জিজ্ঞাসা করছেন, ‘‘আসুরি, তুমি কি এখনো পর্যন্ত এই সাংসারিক জীবনে আনন্দ পাচ্ছ? সুন্দর-শোভন এক সন্ধিক্ষণে, আসুরি, কপিল মহারাজকে বললেন, না গুরুদেব, ‘আমি আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক দুঃখজ্বালায় জ্বলে-পুড়ে কষ্ট পাচ্ছি দারুণ। কৃপাময় গুরুদেব, বলে দিন, এর থেকে আত্যন্তিক মুক্তি কি করে পেতে পারি?

এই হলো জিজ্ঞাসা। অত্যন্ত দুঃখ না পেলে তার থেকে নিষ্কৃতির জন্যে আকুলিভাব আসে না। এই আকুলিভাব না এলে জিজ্ঞাসাও জাগে না। তাতেই জিজ্ঞাসা।

এই আসুরিকে উপদেশ দিতে গিয়ে কপিলের দ্বারা উপদিষ্ট জ্ঞান-তত্ত্বেভরা সূত্রাত্মক উপদেশই সাংখ্যসূত্র বা সাংখ্যষড়াধ্যায়ী (প্রবচন)। এর সূত্রসংখ্যা ৫৩৭ ও ছয় অধ্যায়ে বিভক্ত।

ভূমিকা

প্রথম অধ্যায়ে বিষয় পতিপাদন।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রধানের কার্য নিরূপণ।

তৃতীয়ে অধ্যায়ে বৈরাগ্য।

চতুর্থ অধ্যায়ে আখ্যায়িকা।

পঞ্চম অধ্যায়ে পূর্বপক্ষ নিরূপণ।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে সিদ্ধান্ত।

'তত্ত্ব সমাস' এদের সঙ্গে যোগ করলে পর আরো ২২ সূত্র যোগ করতে হয়।

তাহলে আসুরিই কপিল মহারাজজীর প্রথম শিষ্য ও সাংখ্যদর্শনের প্রথম বোদ্ধা।

সংখ্যাত্মক চব্বিশ তত্ত্ব বিশিষ্ট [নবীন সাংখ্যাচার্যগণেরা পুরুষকে তত্ত্বমধ্যে গণ্য করেন না, কারণ, ত্রিগুণাখ্য প্রকৃতি, পুরুষেই অন্তর্গত। কর্মসংস্কার গুলো ভোগের জন্যে অভিমুখী হলেই পুরুষেতে থাকা গুণ তিনটে চঞ্চল হয়ে ওঠে ও সৃষ্টি-মহদাদি ক্রমে শুরু হয়ে যায়। তাই এঁরা ২৪ তত্ত্ব স্বীকারে তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করেন]। (প্রকৃতি, মহৎ = বুদ্ধি বা চিত্ত, অহংকার = অস্মিতা, মন, পঞ্চতন্মাত্র, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চমহাভূত এই চব্বিশ তত্ত্ব)।

সম্যক্‌ভাবে খ্যাপন করা হয় মাত্র চব্বিশতত্ত্ব দ্বারা এই সারা বিশ্ব-ধারাকে, তাই সংখ্যা। ন্যায়-বৈশেষিকে যেমন পদার্থতত্ত্বের জ্ঞানে বৈরাগ্য, আর এই বৈরাগ্যের পরাৎপরতায় আত্যন্তিক মুক্তি। তেমনি, সাংখ্যদর্শনে চব্বিশ তত্ত্বের জ্ঞানে পুরুষে বিবেকখ্যাতির উদয়, বিবেকখ্যাতির উদয়ে বৈরাগ্যের আগমন। ক্রমশ সাধনের অভিলাষের একতানতায় আগত বৈরাগ্য, পর বৈরাগ্যে পরিণত। পর বৈরাগ্য থেকে আত্যন্তিক মুক্তি। এই মুক্তিই স্ব-স্বরূপের সাক্ষাৎকার।

এই সাক্ষাৎকারের অপর নাম ‘‘দর্শন’’।

সাংখ্যকারিকা

'দর্শন' শব্দের ব্যুৎপত্তি হলো ''দৃশ্যতে সাক্ষাৎ ক্রিয়তে পরমাত্মাদিসংজ্ঞাঃ সংজ্ঞিতঃ পরমপুরুষঃ যেন তদ্ দর্শনম্''[১]—পরমাত্মা নামে নির্দিষ্ট পরমপুরুষের সাক্ষাৎকার যার দ্বারা হয়। এই সাক্ষাৎকারই মুক্তি।

সাংখ্য দ্বৈতবাদী দর্শন। এদের মূল পদার্থ হলো দু'টো পুরুষ ও প্রকৃতি। তত্ত্ব হিসেবে চব্বিশ, পুরুষ নিয়ে পঁচিশ। প্রকৃতি আবার 'সত্ত্ব, রজঃ, তমো' এই তিনগুণের সমাহার। বলা হয়, তিনগুণের চঞ্চল অবস্থায় প্রধান, (''গুণচঞ্চলবৃত্তম্''= গুণ তিনটে সবসময় চঞ্চল, তাই পুরুষের সান্নিধ্য বশত গুণগুলোর চঞ্চলতায় সব সময় সৃষ্টি হয়েই চলেছে) আর এদের স্থির অবস্থায় প্রকৃতি অর্থাৎ গুণগুলোর অচঞ্চল অবস্থা হলো প্রকৃতিলয় অবস্থা। ব্যবহারে প্রয়োজনে প্রকৃতি ও প্রধান সমান আখ্যাযুক্ত।

সাংখ্যদর্শন বহু পুরুষবাদাত্মক। লিঙ্গশরীরাত্মক পুরুষ ঘুরতে ঘুরতে তার অদৃষ্টবশত (পূর্ব পূর্ব কর্মফলের অভিমুখীনতায়) সে প্রকৃতির সান্নিধ্যে এসে গেলেই ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতি নিজগুণ (রজ্জু) সত্তা দ্বারা পুরুষকে বেঁধে ফেলে ও শুরু হয় সৃষ্টির। এভাবে সৃষ্টি প্রতিনিয়ত চলেছে। পুরুষকে বেঁধে ফেলার উদ্দেশ্য হলো তার ও পুরুষের ভোগজন্যে ও পুরুষের মুক্তি জন্যে। যতক্ষণ না প্রয়োজন সিদ্ধ হয়, ততক্ষণ পুরুষ বাঁধা থাকে। সংস্কারের প্রায় শেষ হওয়া-কালে পুরুষে জাগে বিবেক খ্যাতি। (বিবেক = ভেদ, খ্যাতি = জ্ঞান)। তখন পুরুষে জাগে সে তো বুদ্ধি-আদি নয়। তাই মহদাদি থেকে মুক্তি পেতে ও দর্শনগত (অশ্বত্থ = কাল পর্যন্ত) স্থায়িত্ব নেই যাদের, তাদেরকে যে সত্য ভেবেছে সে (পুরুষ), মুক্তি পেতে চেষ্টা করে তাদের থেকে ও সাধনদ্বারা মূল বিষয়বস্তু জেনে বৈরাগ্য আনয়ন করে। তখন পুরুষের একজ্ঞানরূপ ভাবের উদয় হয়।

---

১ সাঃ কাঃ মাঠর বৃত্তি—চৌখাম্বা সংস্কৃত প্রকাশন, থানেশ্বর উপ্রতী অনূদিত, ভূমিকা,পৃঃ-২

ভূমিকা

তত্ত্ববিষয়ক জ্ঞানের অভ্যাস থেকে সংশয়রহিত, প্রমাত্মক, মিথ্যা-জ্ঞানশূন্য হয়ে যান পুরুষ, তখন তাঁতে সদা জেগে থাকে যে আমাতে আর ভোক্তৃত্ব ভাবনা নেই। স্বরূপে স্থিত পুরুষ, ধর্ম-অধর্মাদি সাতটি ভাব থেকে মুক্ত হয়ে নদীতটে থেকে নদী দেখার মতো স্বরূপ স্থিতির তটে থেকে সে প্রকৃতি দেখতে থাকে। (৬৩,৬৪,৬৫ কারিকার নির্যাস)।

আর পুরুষ তখন সাক্ষী স্বরূপ হওয়ায় প্রকৃতিও তাকে ত্যাগ করে। পুরুষের স্বরূপে স্থিতি। সাংখ্য-পাতঞ্জল দার্শনিকদের ভাষার নিষ্কর্ষে নর্তকীরা রঙ্গমঞ্চে দর্শকদের নৃত্যগীতাদি পরিবেশনের পরে যেমন রঙ্গমঞ্চ ত্যাগ করে নৃত্যাদি থেকে বিরত হয়, তেমনি প্রকৃতি এই সংসার রঙ্গমঞ্চে নিজ কর্মের মাধ্যমে পুরুষে কৈবল্যজ্ঞান (মুক্তি) উদয় করিয়ে ক্ষান্ত হয়ে যায়।

এই হলো সাংখ্যদর্শনের অন্তঃ কথা।

সাংখ্যদর্শনের মতবাদ অনেক প্রাচীন। বেশ কয়েকটি উপনিষদ্ মন্ত্র অনুযায়ী দার্শনিক-সাধন, ব্যাখ্যান ও প্রথা নিয়ে এই দর্শন উন্নত ও গর্বিত।

ছান্দোগ্য উপনিষদে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ সম্বন্ধে অনেক কথা রয়েছে। সাংখ্য মতবাদে তিনটে গুণের একত্রে ত্রিগুণাত্মকে প্রধান বা প্রকৃতির সৃষ্টি। আবার শ্বেতাশ্বতরে 'অজামেকাং' ৪/৫ মন্ত্রে প্রকৃতির সুন্দর কল্পনায় তার কার্যাবলীর বর্ণনা রয়েছে।

আবার প্রশ্নোপনিষদে ৬/২ মন্ত্রে ষোল কলায় পুরুষের বর্ণনাও রয়েছে। পুরুষ শব্দ এখানে ব্রহ্মবাচী; সাংখ্যের পুরুষ সম্বন্ধে বেশ কিছু আচার্য; ব্রহ্ম ও আত্মা নামে অভিহিত করেছেন। পুরুষের স্ব-স্বরূপে প্রতিষ্ঠিতিই তার কৈবল্য বা মুক্তি। স্ব-স্বরূপে পদটি চিৎসুখাচার্য মহারাজ তাঁর তত্ত্ব প্রকাশিকায় প্রথমেই প্রতিষ্ঠা করেছেন।

এভাবে গীতা, মনুস্মৃতি ও ভাগবত আদিতেও সাংখ্যমত প্রযুক্ত

বহুশব্দ রয়েছে। তাই বলা হয়ে থাকে, উপনিষদের ভাবধারায় সাংখ্যদর্শনসমৃদ্ধ।

নবম কারিকায় সাংখ্যদর্শনে সৎকার্যবাদী। আবার এই দার্শনিক মতবাদ পরিণাম বাদে সমৃদ্ধ। দুধ থেকে দই হলো, দুধের সম্পূর্ণ পরিণাম হওয়ায় দইতে নতুন উপাদানগুলোর উৎপত্তি। তবুও দুধের কিছু একটু কারণ (মিষ্টত্বাদি) দইতে থাকে। এইটি উপাদান কারণের বৈশিষ্ট্য। প্রকৃতি (১৫ কারিকায় প্রকৃতির সিদ্ধি) পুরুষের সান্নিধ্য বশত সৃষ্টির শুভারম্ভ। পুরুষ সেখানে নিমিত্ত কারণ ও প্রকৃতি উপাদান কারণ। সৎকার্যবাদী হওয়ায়, সৃষ্ট বস্তুতে প্রকৃতির গুণ সুখ, দুঃখ ও মোহাত্মকাদি বর্তায়। 'কারণগুণ কার্যে অভিচরিত' এই ন্যায় অনুযায়ী।

পুরুষ নিষ্ক্রিয় আর তার সত্তা সবসময় এক। এই পুরুষের সিদ্ধি রয়েছে ১৭ কারিকায়। শরীর, ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধি আদি থেকে পৃথক আত্মানামে কোন কিছুর অস্তিত্ব রয়েছে, যা থাকে শরীররূপ সংহত বস্তুর অন্তরে। তাই বলা হয় দেহ ও ইন্দ্রিয়াদি সংঘাত থেকে আলাদা যিনি, তিনিই পুরুষ, তিনিই এক। প্রত্যেক শরীর ভেদে আত্মারও ভেদ রয়েছে। তাই সাংখ্যে বহুজীববাদ প্রসিদ্ধ। এরপর ২৩ তত্ত্বের পরিচয় দেওয়া হয়েছে সাংখ্য তন্ত্রে। প্রকৃতি যেমন জড়, চেতন পুরুষের সান্নিধ্যে চেতনের মতো কার্য করে, তেমনি সৃষ্টতত্ত্বে মহদাদিও জড়, পুরুষের সান্নিধ্যে থাকায় এরাও চেতনের মতো কার্য করে।

সাংখ্যদর্শনে পদার্থ চব্বিশ, পুরুষকে নিয়ে পঁচিশ। প্রকৃতি, মহৎ, অহঙ্কার, মন, পঞ্চতন্মাত্র, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চমহাভূত ও পুরুষ। এদের শ্রেণী বিভাগে বলা হয়েছে- প্রকৃতি, বিকৃতি, প্রকৃতি-বিকৃতি ও প্রকৃতি-বিকৃতি-শূন্য। এদের মধ্যে সত্ত্ব, রজঃ, তমোরূপ তিনগুণের সমাহারাত্মক প্রকৃতি হচ্ছে মাত্র প্রকৃতি। ইনি কারুর বিকার প্রাপ্তা নয়। এর পর মহৎ, অহঙ্কার, পঞ্চতন্মাত্র হলো প্রকৃতি বিকৃতি। কারণ এরা

প্রকৃতিও আবার এরা বিকার প্রাপ্ত হওয়ায় বিকৃতিও। মন, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চকর্মেন্দ্রিয় ও পঞ্চমহাভূত মাত্র বিকৃতি।

পুরুষ কিন্তু প্রকৃতি বা বিকৃতি কোনটিই নন, তাই অনেকে এঁকে তত্ত্বের মধ্যে গণ্য করেন না।

যে কোন বস্তু বা তত্ত্বের প্রতিষ্ঠায় প্রয়োজন প্রমাণের। তাই এই দর্শনে মাত্র প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দপ্রমাণ স্বীকার করা হয়েছে। এই সব প্রমাণের যে কোন একটি দ্বারা তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা স্বীকৃত।

এরপর সূক্ষ্মশরীর বা লিঙ্গশরীর আলোচিত। স্বাভাবিক ভাবে সৃষ্টির আলোচনা এসে পড়ে, তাই তাও আলোচিত।

আমরা বলেছি, পুরুষ নিজ সংস্কার বশে প্রকৃতির সান্নিধ্যে এলে, জড় প্রকৃতি চেতন পুরুষের সংযোগে সৃষ্টি শুরু করে।

পুরুষের বিবেকখ্যাতি জাগলে পর, প্রকৃতি ও মহদাদি থেকে সে নিজের ভেদ বুঝতে পারে। তখন সাংখ্যোক্ত সাধন প্রণালী অবলম্বনে সে বৈরাগ্য আকলন করে। এই বৈরাগ্যই পর বৈরাগ্যে পরিণত হয়। পরবৈরাগ্যই কৈবল্যের পূর্বাবস্থা। কৈবল্যই সাক্ষাৎকার, এই হলো দর্শন।

পূর্বে বলা হয়েছে, প্রথম সাংখ্যদর্শনের আচার্য ও প্রবক্তা হলেন মহর্ষি কপিল। তিনি আসুরিকে শিষ্য করে সাংখ্য দর্শন বলেছিলেন। আসুরি কপিলের সাক্ষাৎ শিষ্য। আসুরির বেশ কয়েক জন শিষ্য ছিল। তাদের মধ্যে পঞ্চশিখ প্রমুখ। এই 'পঞ্চশিখই' ষষ্ঠীতন্ত্র গ্রন্থের রচয়িতা। যে তন্ত্রে (গ্রন্থে) ৬০ প্রকার বিষয়ের বর্ণনা রয়েছে, তা দর্শনগত ব্যাপার, এই দর্শন সাংখ্য দর্শনের অনুযায়ী। এতেও তিন প্রকার দুঃখের আত্যন্তিক নাশের কথা রয়েছে। যোগশাস্ত্রের ব্যাসভাষ্যে পঞ্চশিখ ও বার্ষগণ্যের উল্লেখ রয়েছে, সেখানে এঁদের উক্তির প্রাধান্যও দেখা যায়।

আবার সাংখ্য কারিকার উপর মাঠরবৃত্তি (বেশ প্রাচীন বৃত্তি) রয়েছে, আরো রয়েছে ভার্গব-উলুক, বাল্মীকি, হারীত ও কেবলাদি

সাংখ্যকারিকা

সাংখ্যাচার্যদের নাম, রয়েছে বিভিন্ন টীকা-আদিতে সাংখ্যাচার্যদের নাম। আরো রয়েছে বিভিন্ন টীকা-আদি গ্রন্থে (যুক্তি-দীপিকা আদি গ্রন্থে) অনেক আচার্যের নাম। এঁদের মধ্যে প্রথম নাম আসে ঈশ্বর কৃষ্ণের । কোন কোন গবেষকের মতে ঈশ্বরকৃষ্ণ, বার্ষগণ্যের শিষ্য। বিন্ধ্যবাসাচার্য হলো ঈশ্বরকৃষ্ণের প্রকৃত নাম (গৌড়পাদভাষ্যের ভূমিকায় রয়েছে)। সেক্ষেত্রে ঈশ্বরকৃষ্ণ, বিন্ধ্যবাসাচার্যের ছদ্ম নাম। বার্ষগণ্যের শিষ্য বিন্ধ্যবাসাচার্য 'হিরণ্যসপ্ততি' এক গ্রন্থ লিখেছিলেন। পুরনো গবেষকদের মতে এই হিরণ্যসপ্ততিই একালের ৭০ কারিকাযুক্ত সাংখ্যকারিকা। তাহলে ঈশ্বরকৃষ্ণই বিন্ধ্যবাসাচার্য।

এঁর স্থিতিকাল অনেকের মতে খ্রীষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দী। আবার কারুর কারুর মতে তারও পূর্বে আচার্য ঈশ্বরকৃষ্ণ মহারাজের আবির্ভাব।

বর্তমানে পূজ্যপাদ কপিলমহারাজ কথিত সাংখ্য প্রবচন গ্রন্থ ও বার্ষগণ্য রচিত ষষ্ঠীতন্ত্র গ্রন্থ যথাযথ ভাবে না পাওয়ায় সাংখ্যদর্শনের একমাত্র প্রামাণ্য গ্রন্থ হলো ঈশ্বরকৃষ্ণ রচিত সাংখ্যকারিকাবলী।

সাংখ্য কারিকায় সাংখ্যসূত্র, অনেকের মতে সেশ্বর, আবার অনেকের মতে নিরীশ্বর। বর্তমান আকারের ৭০+৩ (৭০+২[মাঠর বৃত্তি মতে]) কারিকাবলী যুক্ত গ্রন্থে নিরীশ্বর বাদই প্রকটিত।

ওম্ শম্।